



স্বাগত বার্তা

নানা চড়াই উৎরাই পথ পেরিয়ে আমাদের প্রিয় বিদ্যাপীঠ “আলী আজম স্কুল” শতবর্ষ (অতিক্রম করেছে। ঐতিহ্য বিচারে যেনী জেলার পুরনো বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এর অবস্থান শীর্ষে। শতবর্ষ আগে, ঘুনেধরা, অনুগ্রসর, দারিদ্রপীড়িত মানুষকে মুক্তির অঙ্গীকার নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল, মুমিরহাটের আমাদের এই “আলী আজম স্কুল”। এ অঙ্গীকার পূরণে এ স্কুলটি অনেকটাই সমর্থন। শতবর্ষ ধরেই এ প্রতিষ্ঠানটি, এ অঞ্চলে আলোকিত মানবসম্পদ সৃজনে অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে। দেখে এখনও মনে হচ্ছে, স্কুলটি আমাদেরকে বলছে, “ওঠো, জাগো, নিজেকে ভেগে অপারকে জাগাও।” যেতীনের মত আগামীতেও আমাদের প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্তমানে “আলী আজম স্কুল ও বালেনজ”, এ অঞ্চলের শিক্ষা, দ্রীড়া, সংস্কৃতি, সেবা ও কর্ম বিস্তারে পাথেও হয়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠায় যার অবদান অপরিমীম তিনি হলেন সেই সময়ের স্বনামধন্য দানবীর, বিমিস্তি শিক্ষানুরাগী মরহুম খান সাহেব মোহাম্মদ আজম চৌধুরী। আজ প্রতিষ্ঠার শতবর্ষের এই প্রান্তে দাঁড়িয়ে, হৃদয়ের সর্বল অর্ঘ্য দিয়ে এই মহান ব্যক্তিত্বকে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করছি। মেসাজে এই মহান ব্যক্তির বিদেহী আত্মার চির শান্তি ও মাগফিরাত বশমতা করছি।

এ বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপনে যারা মেধা, শ্রম ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, আমি তাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মেসাজে শতবর্ষ উদযাপনের এমন দিনে আমি প্রাক্তন-বর্তমান সর্বল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক, কর্মচারী এবং বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আসুন এই মহোৎসবনে আমরা আলী আজম স্কুলের সর্বল প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী শতবর্ষ উদযাপনের মিলন মেলায় অংশ গ্রহন করি, হারিয়ে যাই সেই বাল্য স্মৃতিতে।

সবশেষে মুমিরহাটের আলোকবর্তিকা আলী আজম স্কুল ও বালেনজ এর আগামী পথ চলা কুমুমাস্তীর্ণ ও মসূন হউক, এ বশমতা নিরন্তর। মহান আল্লাহ সহায় হউক- আমীন।

আবিরুজ্জামান মুরাদ

সদস্য সচিব

আলী আজম স্কুল শতবর্ষ উদযাপন কমিটি